সমকাল

25 FEB 2026

শুল্ক নিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল

সমকাল প্রতিবেদক

- বাণিজ্যচুক্তি 'টালবাহানা' করলে আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
- যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা শুল্ক বাতিলের পর নতুন করে ১০% কার্যকর

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষণে ক্ষণে পাল্টানো শুল্কনীতির কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেসব দেশের পণ্যের ওপর আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির কারণে এ অনিশ্চয়তা বেড়েছে।

বাড়তি শুল্কের চাপ কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে ২০টি দেশ বাণিজ্যচুক্তি করেছে, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ বাণিজ্যচুক্তি করে ৯ ফেব্রুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রায়ের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও রপ্তানিকারকদের অনেকে এটি ভেবে আশাবাদী হয়েছিলেন, বাণিজ্যচুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। তবে ট্রাম্পের নতুন ঘোষণা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং স্বাক্ষরের প্রক্রিয়ায় থাকা অন্য দেশগুলো হলো– যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, লিচেনস্টাইন ও উত্তর মেসিডোনিয়া।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৭ সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ)-এর আওতায় ট্রাম্প আরোপিত পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। এ রায়ের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারত এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ আইনের আওতায় করা বাণিজ্যচুক্তি কার্যকরে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থগিতের ঘোষণা দেয়। এ খবরে চটেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এর পরপরই ট্রাম্প নিজ মালিকানাধীন ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে বলেন, যে কোনো দেশ যারা সুপ্রিম কোর্টের হাস্যকর সিদ্ধান্ত সামনে এনে খেলতে চায়, বিশেষ করে যারা দশকের পর দশক যুক্তরাষ্ট্রকে ছিঁড়ে খেয়েছে, তাদের ওপর আরও বেশি শুল্ক আরোপ করা হবে। এই শুল্ক সম্প্রতি রাজি হওয়া হারের চেয়েও খারাপ হবে। পোস্টের শেষে তিনি যোগ করেন– 'ক্রেতা সাবধান।'

গত বছরের ১ এপ্রিল বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কথা বলে ট্রাম্প তাঁর দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উচ্চ হারের করারোপের ঘোষণা দেন। তিনি এর নাম দেন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ। তবে উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে সে দেশে রপ্তানি কমার আশঙ্কা থেকে অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। তখন ট্রাম্প পৃথক বাণিজ্যচুক্তির শর্ত দেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার যে চুক্তি স্বাক্ষর করে, তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের বাণিজ্য সুবিধা ও বড় অঙ্কের আমদানি প্রতিশ্রুতি দেয় বাংলাদেশ। পাশাপাশি এমন কিছু অঙ্গীকার রয়েছে, যার মাধ্যমে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা এ চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন। তারা এ চুক্তি পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করে সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছেন।

পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, পারস্পরিক শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছেন। এটা আর ফিরে আসবে না, যা বড় স্বস্তি। নতুন করে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটিও সমস্যা না। কারণ, এ শুল্ক হার সব দেশের জন্য প্রযোজ্য। এ শুল্কও শেষ পর্যন্ত টিকবে না।

তিনি বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের পণ্যে একই শুল্ক হার বজায় থাকলে আমাদেরই লাভ বেশি। কারণ, তৈরি পোশাকে আমাদের সক্ষমতা বেশি। গত চার দশকে এ শিল্প অনেক 'ম্যাচিউরড' হয়েছে। আমরা অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি কমপ্লায়েন্ট।

আজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

নতুন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরকে বাণিজ্য সচিবসহ অন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তিসহ সার্বিক বিষয়ে অবহিত করেছেন। আজ বুধবার এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সমকালকে জানান, 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশ নিজে থেকে চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নেবে না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজ দেশের আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুমোদন করে আমাদের নোটিশ দেবে, তখন এর আইনি দিকগুলোর বিষয়ে জানতে চাইব। তাদের জবাব পেয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে সরকার।'

চুক্তি কার্যকর না করলে আরও বেশি শুল্ক আরোপে ট্রাম্পের নতুন হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব বলেন, গণমাধ্যমের খবর থেকে এমনটা শুনেছেন। অফিসিয়ালি এমন কোনো তথ্য নেই। তবে অন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত আলোচনা অব্যাহত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছেন, যারা শুল্ক আরোপ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুরু থেকে আলোচনা করছে, সেসব দেশের ওপর পরিবর্তিত যে কোনো পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক থাকবে।

নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আগের শুল্ক বাতিল হলেও ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ১২২ ধারার ক্ষমতা বলে সাময়িক সময়ের (১৫০ দিন) জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশ কার্যকর করেছে সে দেশের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি)। যদিও এ নির্বাহী আদেশ জারির পর

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষণে ক্ষণে পাল্টানো শুল্কনীতির কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেসব দেশের পণ্যের ওপর আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির কারণে এ অনিশ্চয়তা বেড়েছে।

বাড়তি শুল্কের চাপ কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে ২০টি দেশ বাণিজ্যচুক্তি করেছে, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ বাণিজ্যচুক্তি করে ৯ ফেব্রুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রায়ের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও রপ্তানিকারকদের অনেকে এটি ভেবে আশাবাদী হয়েছিলেন, বাণিজ্যচুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। তবে ট্রাম্পের নতুন ঘোষণা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং স্বাক্ষরের প্রক্রিয়ায় থাকা অন্য দেশগুলো হলো– যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, সুইজারল্যান্ড,

- বাণিজ্যচুক্তি 'টালবাহানা' করলে আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
- যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা শুল্ক বাতিলের পর নতুন করে ১০% কার্যকর

ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, লিচেনস্টাইন ও উত্তর মেসিডোনিয়া।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৭ সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ)-এর আওতায় ট্রাম্প আরোপিত পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) গত বছরের ১ এপ্রিল বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কথা বলে ট্রাম্প তাঁর দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উচ্চ হারের করারোপের ঘোষণা দেন। তিনি এর নাম দেন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ। তবে উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে সে দেশে রপ্তানি কমার আশঙ্কা থেকে অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। তখন ট্রাম্প পৃথক বাণিজ্যচুক্তির শর্ত দেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার যে চুক্তি স্বাক্ষর করে, তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের বাণিজ্য সুবিধা ও বড় অঙ্কের আমদানি প্রতিশ্রুতি দেয় বাংলাদেশ। পাশাপাশি এমন কিছু অঙ্গীকার রয়েছে, যার মাধ্যমে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা এ চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন। তারা এ চুক্তি পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করে সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছেন।

পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, পারস্পরিক শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছেন। এটা আর ফিরে আসবে না, যা বড় স্বস্তি। নতুন করে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটিও সমস্যা না। কারণ, এ শুল্ক হার সব দেশের জন্য প্রযোজ্য। এ শুল্কও শেষ পর্যন্ত টিকবে না।

তিনি বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের পণ্যে একই শুল্ক হার বজায় থাকলে আমাদেরই লাভ বেশি। কারণ, তৈরি পোশাকে আমাদের সক্ষমতা বেশি। গত চার দশকে এ শিল্প অনেক 'ম্যাচিউরড' হয়েছে। আমরা অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি কমপ্লায়েন্ট।

আজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

নতুন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরকে বাণিজ্য সচিবসহ অন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তিসহ সার্বিক বিষয়ে অবহিত করেছেন। আজ বুধবার এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সমকালকে জানান, 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশ নিজে থেকে চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নেবে না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজ দেশের আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুমোদন করে আমাদের নোটিশ দেবে, তখন এর আইনি দিকগুলোর বিষয়ে জানতে চাইব। তাদের জবাব পেয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে সরকার।'

চুক্তি কার্যকর না করলে আরও বেশি শুল্ক আরোপে ট্রাম্পের নতুন হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব বলেন, গণমাধ্যমের খবর থেকে এমনটা শুনেছেন। অফিসিয়ালি এমন কোনো তথ্য নেই। তবে অন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত আলোচনা অব্যাহত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছেন, যারা শুল্ক আরোপ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুরু থেকে আলোচনা করছে, সেসব দেশের ওপর পরিবর্তিত যে কোনো পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক থাকবে।

নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আগের শুল্ক বাতিল হলেও ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ১২২ ধারার ক্ষমতা বলে সাময়িক সময়ের (১৫০ দিন) জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশ কার্যকর করেছে সে দেশের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি)। যদিও এ নির্বাহী আদেশ জারির পর ট্রাম্প মৌখিকভাবে তা ১৫ শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আরও ৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ানোর মৌখিক ঘোষণার পর আগের নির্বাহী আদেশ সংশোধন করে নতুন আদেশ না পাওয়ায় সিবিপি এখন স্বাভাবিক শুল্ক হারের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ হারে শুল্কই আরোপ করছে। এটাও বাড়তি শুল্ক। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৫ শতাংশ হার পরে কার্যকর করার জন্য কাজ করছেন তারা।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

25 FEB 2026

Release funds from export incentives

Garment exporters urge BB governor

FE REPORT

Apparel manufacturers have requested the Bangladesh Bank (BB) governor to release funds from export incentives to facilitate the payment of employee salaries and bonuses ahead of Eid-ul-Fitr.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) made the request to Dr Ahsan H Mansur during a meeting at the central bank headquarters in the capital on Tuesday.

A large number of applications for cash incentives remain pending due to the complexities in the lien bank and Bangladesh Bank audit processes.

In the ongoing fiscal year, approximately Tk 57 billion in incentives for the textile and garment sector remains unsettled.

The quick disbursement of the funds would help ease the liquidity crisis faced by factory owners, BGMEA Vice-President Md Shehab Udduza Chowdhury told reporters after the meeting with the central bank governor.

To facilitate the payments, he said, they also requested the governor to consider providing soft loan facilities equivalent to two months' wages amounting to Tk 140 billion, repayable within 12 months with a three-month grace period.

Citing the current situation in garment exports, he said growth had been on a downtrend for the last seven months, which was very rare.

Between February and March, factories would have to shut down for 25 days due to general elections and other government holidays, he said.

"So, it becomes extremely hard for exporters to pay two months of salary by continuing production for 35 days. That is why the support is needed," he added.

He further said regular shipments had been disrupted, putting factory owners under severe financial strains.

Under these circumstances, paying wages and bonuses on time ahead of Eid-ul-Fitr had become a major challenge for entrepreneurs, the BGMEA leader added.

The association also called for the reintroduction of loan support under Packing Credit (PC), with the interest rate reduced to 7 per cent, increasing the Pre-Shipment Credit Scheme fund size from Tk 50 billion to Tk 100 billion, and extending the scheme's tenure until 2030.

BGMEA leaders informed the Bangladesh Bank governor that paying workers on time was extremely important for maintaining stability in industrial areas and the overall economic discipline in the country.

f-1080@gmail.com

BD rethinking deal after blanket 10pc US tariffs

Stakeholders' meet today

FE REPORT

Bangladesh begins rethink on the deal signed with the United States as President Donald Trump lately imposed an across-the-board 10-percent tariff on all goods not covered by exemptions.

Reacting to the Supreme Court ruling invalidating his most sweeping duties, the US President announced a new temporary global tariff of 10 per cent for a period of 150 days.

In the Proclamation, he also announced that the 10-percent tariff will come into effect on February 24, 2026.

Talking to the FE Tuesday, Commerce Secretary Md Mahbubur Rahman said at the first time, under the reciprocal tariffs, different rates imposed on different countries, most of them each country having its own rate.

"At that time, our concern was that the higher rates compared to our competitor countries could put us at a disadvantage."

Currently, they are applying a uniform rate according to their own laws, the secretary said. "Now that a single, uniform rate has been established for all, we do not see any immediate problem."

Of course, any additional tax may create minor challenges for everyone, but overall it applies equally to all.

"I do not see any direct difficulties. In other words, our competitiveness compared to other countries is not affected. Nevertheless, we will monitor their consolidated position and react accordingly. No action can be taken before that," he added.

He also notes, "We will take decisions after consulting all stakeholders. A meeting with stakeholders is scheduled for tomorrow, and we have already had lengthy discussions on this matter today. After the stakeholder meeting, we will sit with key government authorities to determine our official position.

"Furthermore, since we were already engaged with the US administration and had opportunity -- if we produce products using US cotton or fibre, we can access the US market duty-free. We will continue to make efforts to maintain it."

Asked about the tariff conundrum, Centre for Policy Dialogue Distinguished Fellow Professor Mustafizur Rahman said usually it is assumed that there might not be major changes in competition due to the implication of additional 10-percent duty for all countries.

"But competition scenario will be changed as many buyers will try to absorb the additional duty in many ways, either transferring a certain portion on manufacturers or they themselves adjusting a part and might ask for discount," he explains.

"If the adoption is same for all, there would be no change in competition," he said further, adding that due to duty hike demand is expected to decrease as prices of products go high.

Terming the overall situation 'very uncertain', he said it is surely not 'good news' for Bangladesh and suggested

The Financial Express
25 FEB 2026

25 FEB 2026

Donald Trump lately imposed an across-the-board 10-percent tariff on all goods not covered by exemptions.

Reacting to the Supreme Court ruling invalidating his most sweeping duties, the US President announced a new temporary global tariff of 10 per cent for a period of 150 days.

In the Proclamation, he also announced that the 10-percent tariff will come into effect on February 24, 2026.

Talking to the FE Tuesday, Commerce Secretary Md Mahbubur Rahman said at the first time, under the reciprocal tariffs, different rates imposed on different countries, most of them each country having its own rate.

"At that time, our concern was that the higher rates compared to our competitor countries could put us at a disadvantage."

Currently, they are applying a uniform rate according to their own laws, the secretary said. "Now that a single, uniform rate has been established for all, we do not see any immediate problem."

Of course, any additional tax may create minor challenges for everyone, but overall it applies equally to all.

"I do not see any direct difficulties. In other words, our competitiveness compared to other countries is not affected. Nevertheless, we will monitor their consolidated position and react accordingly. No action can be taken before that," he added.

He also notes, "We will take decisions after consulting all stakeholders. A meeting with stakeholders is scheduled for tomorrow, and we have already had lengthy discussions on this matter today. After the stakeholder meeting, we will sit with key government authorities to determine our official position.

"Furthermore, since we were already engaged with the US administration and had signed agreements, there was coordination between us. They have always indicated that for those who were already engaged, their approach to tariffs would be somewhat flexible. We will continue to observe this.

"They have also offered us an opportunity -- if we produce products using US cotton or fibre, we can access the US market duty-free. We will continue to make efforts to maintain it."

Asked about the tariff conundrum, Centre for Policy Dialogue Distinguished Fellow Professor Mustafizur Rahman said usually it is assumed that there might not be major changes in competition due to the implication of additional 10-percent duty for all countries.

"But competition scenario will be changed as many buyers will try to absorb the additional duty in many ways, either transferring a certain portion on manufacturers or they themselves adjusting a part and might ask for discount," he explains.

"If the adoption is same for all, there would be no change in competition," he said further, adding that due to duty hike demand is expected to decrease as prices of products go high.

Terming the overall situation 'very uncertain', he said it is surely not 'good news' for Bangladesh and suggested keeping a careful eye on how competitor countries absorb the duty.

Explaining uncertainty he further added that US President through another power can impose country and product specific duty.

Munni_fe@yahoo.com and

The Daily Star
~~The Financial Express~~
25 FEB 2026

BGMEA seeks export incentive funds to pay workers before Eid

STAR BUSINESS REPORT

Garment factory owners yesterday urged Bangladesh Bank (BB) Governor Ahsan H Mansur to release export incentive funds so factories can pay workers' wages and bonuses ahead of Eid-ul-Fitr.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) made the plea during a meeting at the BB office in Dhaka, warning that delayed disbursements are pushing factories into a severe liquidity crisis.

A large number of applications for cash incentives remain pending due to complexities in lien bank and central bank audit processes.

Around Tk 5,700 crore in textile and garment sector incentives remain unsettled in the ongoing fiscal year 2025-26, BGMEA said in a press statement, urging priority disbursement for small and medium-sized enterprises (SMEs) based on a list it has already submitted.

The association also requested special loan facilities equivalent to two months' wages to help factories meet Eid obligations -- repayable within 12 months with a three-month grace period.

The BGMEA also called for the reintroduction of loan support under Packing Credit (PC) with the interest rate reduced to 7 percent; increasing the Pre-Shipment Credit Scheme fund from Tk 5,000 crore to Tk 10,000 crore; and extending the scheme's tenure until 2030.

The association's leaders told the BB governor that the garment industry is under significant strain from falling global demand, declining export prices, rising production costs, and geopolitical uncertainty.

The situation was compounded this month as public holidays around the national parliamentary elections and Language Movement Day reduced effective working days in the 28-day month to just 19, disrupting shipment schedules and squeezing factory finances further.

Under these circumstances, paying workers' wages and bonuses on time ahead of Eid-ul-Fitr has become a major challenge for entrepreneurs, the BGMEA statement said.

Ensuring timely payment of workers' dues is critical to maintaining stability in industrial areas and broader economic discipline, it noted, adding that swift policy

workers before Eid

STAR BUSINESS REPORT

Garment factory owners yesterday urged Bangladesh Bank (BB) Governor Ahsan H Mansur to release export incentive funds so factories can pay workers' wages and bonuses ahead of Eid-ul-Fitr.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) made the plea during a meeting at the BB office in Dhaka, warning that delayed disbursements are pushing factories into a severe liquidity crisis.

A large number of applications for cash incentives remain pending due to complexities in lien bank and central bank audit processes.

Around Tk 5,700 crore in textile and garment sector incentives remain unsettled in the ongoing fiscal year 2025-26, BGMEA said in a press statement, urging priority disbursement for small and medium-sized enterprises (SMEs) based on a list it has already submitted.

The association also requested special loan facilities equivalent to two months' wages to help factories meet Eid obligations -- repayable within 12 months with a three-month grace period.

The BGMEA also called for the reintroduction of loan support under Packing Credit (PC) with the interest rate reduced to 7 percent; increasing the Pre-Shipment Credit Scheme fund from Tk 5,000 crore to Tk 10,000 crore; and extending the scheme's tenure until 2030.

The association's leaders told the BB governor that the garment industry is under significant strain from falling global demand, declining export prices, rising production costs, and geopolitical uncertainty.

The situation was compounded this month as public holidays around the national parliamentary elections and Language Movement Day reduced effective working days in the 28-day month to just 19, disrupting shipment schedules and squeezing factory finances further.

Under these circumstances, paying workers' wages and bonuses on time ahead of Eid-ul-Fitr has become a major challenge for entrepreneurs, the BGMEA statement said.

Ensuring timely payment of workers' dues is critical to maintaining stability in industrial areas and broader economic discipline, it noted, adding that swift policy action from BB is essential to protect the sector, its workers, and the wider economy.

The meeting was attended by BGMEA Senior Vice President Inamul Haq Khan and Vice President Md Shehab Udduza Chowdhury.

প্রথম আলো
25 FEB 2026

১০% বৈশ্বিক শুল্ক কার্যকর করলেন ট্রাম্প

বিশ্ববাণিজ্য

বিশ্লেষকদের মতে, ঘন ঘন শুল্কহার পরিবর্তনে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে এবং পাল্টা পদক্ষেপের ঝুঁকি বেড়েছে।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন বৈশ্বিক শুল্ক ১০ শতাংশ হারে কার্যকর হয়েছে। এর আগে গত শুক্রবার সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আরোপিত পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেন।'

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর এক নির্বাহী আদেশে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেন ট্রাম্প। তবে পরে তিনি তা ১৫ শতাংশে উন্নীত করার হুমকি দেন। যদিও সেই শুল্ক এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেননি তিনি। ফলে শেষমেশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে ১০ শতাংশ হারে।

মার্কিন প্রশাসন ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের ১২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, নতুন শুল্ক আরোপ করেছে। এই আইনে ১৫০ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই প্রেসিডেন্টের শুল্ক আরোপের ক্ষমতা আছে।

কিন্তু এতে কেবল বিশৃঙ্খলা বাড়ছে বলে মনে করেন বিনিয়োগ ব্যাংক আইএনজির বিশ্লেষক কারস্টেন ব্রজেস্কি। এত ঘন ঘন শুল্কহার পরিবর্তন হওয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভালো নয় বলেই মনে করেন তিনি।

বিবিসির 'টুডে' প্রোগ্রামে কারস্টেন ব্রজেস্কি বলেন, 'অস্পষ্টতার দিক থেকে আমরা আবারও গত বছরের অবস্থায় ফিরে গেছি। এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অংশীদারেরা পাল্টা পদক্ষেপ নেবে, এমন ঝুঁকি আরও বেড়েছে। পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যযুদ্ধের সম্ভাবনা আগের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি।'

শুক্রবারের নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প বলেন, এই অস্থায়ী আমদানি শুল্কের উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক অর্থ পরিশোধের মূল বিষয়গুলো আমলে নেওয়া এবং মার্কিন প্রশাসন যে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও উৎপাদকদের স্বার্থে কাজ করছে, তাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা দেওয়া।

ট্রাম্পের যুক্তি, আমেরিকার বাণিজ্যঘাটতি কমাতে শুল্ক আরোপ করা জরুরি। ট্রাম্প যত চেষ্টাই করুন না কেন, এই শুল্কের ঘাটতি বেড়েই চলেছে। গত সপ্তাহে তা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের তুলনায় ২ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি ১ লাখ ২০ হাজার কোটি ডলার হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্টের আওতায় পাল্টা শুল্ক আরোপ করে কমপক্ষে ১৩০ বিলিয়ন বা ১৩ হাজার কোটি ডলার শুল্ক সংগ্রহ করেছে। সেই শুল্ক অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় ট্রাম্প স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, এই চুক্তি মার্কিন স্বার্থবিরোধী। এই রায় হাস্যকর, স্বভাবসুলভভাবে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

সুপ্রিম কোর্টের ৬-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বিচারকেরা বলেন, গত বছর আইইইপিএর আওতায় বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে কাজ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর গত সোমবার ট্রাম্প বলেন, যেসব দেশ সাম্প্রতিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে চালবাজি বা টালবাহানা করবে, তাদের ওপর আরও চড়া হারে শুল্ক আরোপ করা হবে।

সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায়ের পর বিভিন্ন দেশ যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যচুক্তি ও শুল্কের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছে, ঠিক তখন ট্রাম্পের এ হুঁশিয়ারি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) জানিয়েছে, গ্রীষ্মকালে সই হওয়া চুক্তির অনুমোদন স্থগিত রাখা হবে। কেননা, পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে তাদের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তারা শুল্ক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্পষ্টতা চেয়েছে। ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের অনুরোধ, সব দেশ একসঙ্গে কাজ করে এই অন্যায় আচরণ মোকাবিলা করুক। ভারতও সাম্প্রতিক একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য পূর্বনির্ধারিত আলোচনা স্থগিত করেছে।

২০২৫ সালের ২ এপ্রিল বিশ্বের ১৫৭টি দেশের পণ্যে বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দিনটিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষণা করেন। ৯ এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা তিন মাসের জন্য সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু করে। এরপর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তারা চুক্তি করে। কিন্তু গত শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের এই পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করেন।

- সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরও নতুন শুল্ক, বাড়ছে অনিশ্চয়তা।
- শুল্ক নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতি, চাপে বৈশ্বিক বাণিজ্য।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারতসহ কয়েকটি দেশ বাণিজ্যচুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করছে; বাড়ছে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যযুদ্ধের আশঙ্কা।
- মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ রায়ে আগের পাল্টা শুল্ককে ক্ষমতাবহির্ভূত ঘোষণা করেছেন।

অনিশ্চয়তা বাড়ল

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বড় ধাক্কা খেয়েছে ঠিক, কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক স্বস্তি আসছে না বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

ইউরোপীয় নীতি বিশ্লেষক ভার্গ ফোকম্যানের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শুল্কনীতি কী হবে, তা নিয়ে বিশ্ববাণিজ্যে আবারও অনিশ্চিত সময় শুরু হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, আদালতের রায়ে কাঠামো ভেঙে গেলেও শুল্কনীতির পুরোপুরি অবসান হয়নি; বরং অন্যভাবে তা অব্যাহত থাকবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো